Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 33-40
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতবর্ষে আরবি সাংবাদিকতা

Dr. Md. Mehedi Hasan
Assistant Professor, Dept. of Arabic, University of Gour Banga, Malda, W.B., India

India has a very deep relation with Arabic language. Arabic, as a language, came to Indian south-western shores long before the advent of Islam. The Indian Scholars have played a very significant role in the field of Arabic language and literature. When printing presses were invented and newspapers in different languages were published, some Indian Muslim scholars started publishing newspaper in Arabic. 'Al-Naf Ul-Azeem Li Ahli Hazal Iqleem' was the first effort in Arabic journalism in India in 1871. After Independence, The Arabic journalism flourished in India and numerous Arabic journals and periodicals were published from the universities, colleges, centres, nizami madrasas etc. Some famous Arabic journals published in India are 'Shifa al-sudur', 'Al-Bayan', 'Al-Jamia', 'Al-Ziya', 'Shaqafa al-Hind', 'Al-Bas al-Islami', 'Al-raaid', 'Al-Dayi', 'Saut al-Umma', 'Dirasa Arabiya', 'Al-Asima', 'Majalla Kerala', Al-tilmeez etc.

Keywords: Arabic, Journalism, Madrasah, Arab, Arabic literature.

ভারতবর্ষে আরবির ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই আরব বণিকরা বাণিজ্যিক কারণে দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে যাতায়াত শুরু করে। মুঘল শাসনামলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আরবি ভাষার প্রচার-প্রসার আরো ব্যাপকতা অর্জন করে। কালক্রমে ভারতবর্ষের মাটি আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত অসংখ্য বিদ্বানের জন্ম দেয়, যাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। আরবি ভাষায় দক্ষ ভারতীয়রা আরবি কবিতা, গল্প, ইতিহাস, হাদিস, সিরাত, তাফসির সহ সাহিত্যের অন্যান্য ময়দানেও স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ২০০১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজারের অধিক ভারতীয়র মাতৃভাষা হল আরবি।

আরবি সাহিত্যের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার তুলনায় ভারতবর্ষে আরবি সাংবাদিকতার উন্মেষ কিছুটা বিলম্বে ঘটেছে। এর প্রধান কারণ হল, উপমহাদেশের মুসলিমরা প্রধানত ধর্মীয় কারণে আরবি চর্চা করত। আরবি ছিল তাদের নিকট এক পবিত্র ভাষা। সুতরাং তাদের আগ্রহ মূলতঃ কুরআন, হাদিস ও তাফসিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া, বহুল প্রচলিত ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আরবি কোনদিন ভারতবর্ষের সরকারি ভাষা ছিল না। সুতরাং ফারসির মত আরবি ভারতীয় শাসককুলের বদান্যতা লাভে ব্যর্থ হয়। আরবি ছাপাখানার ব্যবহারও ফারসি-উর্দু ছাপাখানার পরে শুরু হয়। সেটাও প্রাথমিকভাবে কেবল ধর্মীয় পুস্তকাদি ছাপাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আন-নাফউল আযিম লি আহ্লি হাযাল ইক্বিলম: সুতরাং কিছুটা বিলম্বেই, উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে আরবি সাংবাদিকতার সূচনা হয়। 'আন-নাফ্উল আযিম লি আহ্লি হাযাল ইক্বিলম'কে ভারতবর্ষের মাটি থেকে প্রকাশিত

প্রথম আরবি পত্রিকা বলে অধিকাংশ গবেষক অভিমত ব্যক্ত করেন।[1] পত্রিকাটি তদানীন্তন অবিভক্ত ভারতের লাহোর থেকে ১৭ ই অক্টোবর, ১৮৭১ সালে আত্মপ্রকাশ করে। শামসুদ্দিন আযিম নামী এক ব্যক্তি, যাঁর পিতা মুহাম্মদ আযিম এক ছাপাখানার মালিক ছিলেন, পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। শেখ মুকার্রাব আলি পত্রিকাটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক, প্রাচ্যবিদ জি. ডব্লিও. লাইথির (G.W. Laithir) এর অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। শুরুতে পত্রিকাটি লাহোরের পাঞ্জাব প্রেস থেকে আট পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এরপর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পৃষ্ঠাসংখ্যা বর্ধিত হয়ে দশ হয়। দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদি ছিল এর মূল উপজীব্য। এছাড়া আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট তুলে ধরা, আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধান, ভারতীয়দের আরবি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা- এসবও ছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য। আরবি সাহিত্যের প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রাচীন আরব কবি ও কবিতা বিষয়ক একাধিক লেখা এতে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ইংরেজি পত্র-পত্রিকার বাছাইকৃত লেখাও অনুবাদ করে ছাপা হয়।

পত্রিকাটি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতার পিতা তথা ছাপাখানার মালিক মুহাম্মদ আযিমের প্রয়াণ হলে পত্রিকাটি কিছুদিন অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৮৮৫ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষে আরবি সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই পত্রিকাটির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। এটির আত্মপ্রকাশের সাথেই ভারতে আরবি সাংবাদিকতার বীজ রোপিত হয়। এদেশে আরবি ভাষার প্রচার-প্রসারে পত্রিকাটির অবদান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।[2]

তালিবুল খাইর লি গাইরিহি: পক্ষান্তরে কতিপয় গবেষকের মতে, ভারতবর্ষের প্রথম আরবি পত্রিকা হল 'তালিবুল খাইর লি গাইরিহি'। এটি ডেভিড বিন হাইয়িম (David Ben Hayyim) কর্তৃক ১৮৫৫ সালে মুম্বাইতে প্রকাশিত হয়। ডেভিড ইহুদি ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী। বাগদাদের ইহুদীদের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে পত্রিকাটি তিনি বাগদাদের ইহুদিদের আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ করেন। অপরদিকে, আন-নাফ্উল আযীম প্রকাশিত হত সাধু আরবি ভাষায়।

শিফায়ুস সুদুর: অতঃপর ১৮৭৫ সালে স্বনামধন্য আরবি বিদ্বান আল্লামা ফাইজুল হাসান সাহারানপুরী লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে 'শিফায়ুস সুদুর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি লাহোরস্থ 'আঞ্জুমানে পাঞ্জাব' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান- সবকিছুই এতে স্থান পায়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ওরিয়েন্টাল কলেজের পড়ুয়াদের আরবির প্রতি আকৃষ্ট করা ও তাদের রচনায় সৃজনশীলতা সৃষ্ট করা। সেই সাথে দেশের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও আরবিকে জনপ্রিয় করে তোলা ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। আরবি গদ্য ও পদ্য- উভয় ধারার সাহিত্যের প্রতিই এতে সমান গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে রাজনৈতিক আলোচনা এতে খুব একটা স্থান পায়নি। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষা আন্দোলনকেও এটি সমর্থন করেনি। কারণ আল্লামা সাহারানপুরী স্যার সৈয়দ আহমদের চিন্তাভাবনার সাথে ঐক্যমত পোষণ করতেন না, বিশেষত কুরআনের ব্যাখ্যায় সৈয়দ খানের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির তিনি বিরোধী ছিলেন।[3] এই পত্রিকাটি ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

এই সময়কালে **'রিয়ায'** নামে আরো একটি পত্রিকার কথা শোনা যায়। আল্লামা সুলায়মান নাদভি র মতে 'বয়ান' পত্রিকার আগেই এটির আত্মপ্রকাশ করে। তবে আর্থিক অনটনের শিকার হয়ে স্বল্পকালেই এর অপমৃত্যু ঘটে। যাই হোক, এটির বিস্তারিত বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না।[4]

অধ্যাপক আইয়ুব নাদভি র বলেন, "আন-নাফউল আযীম এর পরে কমপক্ষে কুড়ি বছর ভারতবর্ষে কোন আরবি পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায় না"।[5] তবে এই মতকে খণ্ডন করে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেছেন।

মাজাল্লাতুল বয়ান: শিফায়ুস সুদূর এর পর ভারতে আরবি সাংবাদিকতার ইতিহাসে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল 'মাজাল্লাতুল বয়ান'। বিশিষ্ট আলেম, লেখক ও অনুবাদক শেখ আবদুল্লা আল-ইমাদি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। প্রখ্যাত বিদ্বান আব্দুল আলী মাদরাসী ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক। তবে স্বল্পকাল অতিবাহিত হতেই দু'জনেই এটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অতঃপর এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জার্মান প্রাচ্যবিদ ডক্টর যোশেফ হরোফেন্স।[6]

পত্রিকাটি সর্ব প্রথম ১৯০২ সালের মার্চ মাসে উত্তর ভারতের লক্ষ্ণৌ হতে প্রথমে মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়।[7] এরপর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে সেটি পাক্ষিকে রূপান্তরিত হয়। দেশের সাথে বিদেশেও এটি দারুণ সমাদৃত হয়। আরবি এবং উর্দু- দু'ভাষাতেই এটি প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৪, যার অর্ধেক হত আরবি আর বাকি অর্ধেক উর্দু। এর সূচীপত্রে সংক্ষিপ্ত তাফসির, মুসলিম জাহানের খবর, পুস্তক সমালোচনা, প্রসিদ্ধ ভারতীয়দের জীবনী ইত্যাদি ঠাঁই পেত। অনারব মুসলিমদের জীবনযাত্রা আরবদের সামনে তুলে ধরাও ছিল এটির অন্যতম লক্ষ্য। পত্রিকাটির ভাষা ছিল প্রাঞ্জল ও সাবলীল, তাতে কোন প্রকার ছন্দ-অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ইমাদি বলেনঃ 'বয়ানের উদ্দেশ্য হল আরবি ভাষার সেবা করা, ভারতের মাটিতে এর শিকড়কে মজবুতভাবে প্রোথিত করা এবং ভারত-আরব সম্পর্ককে সুনিবিড় করা। আমরা একে জ্ঞানের রঙে রঞ্জিত করেছি। এটি মানুষকে সদাচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে উৎসাহিত করবে'।[8] অন্যত্র তিনি বলেন 'পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য হল এতদ্বঞ্চলে আরবির বিকাশ সাধন ও আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নবরূপে তুল ধরা।'[9] দেশ-বিদেশের বরেণ্য আলেম-মাশায়েখ ও বিদ্বানরা এতে লিখতেন। কতিপয় উল্লেখযোগ্য হলেনঃ আল্লামা শিবলি নোমানি, আল্লামা সুলায়মান নাদভি , শেখ আব্দুল্লাহ ইমাদি, শেখ জামালুদ্দিন আফগানি, আল্লামা মুহাম্মদ আবদুহু, ত্রিপোলির শেখ মুহাম্মদ কামেল আফেন্দি, শেখ আব্দুর রাযযাক মালিহাবাদি, লেবাননের আনিসা প্রমুখ।

মিসরের পত্রিকা 'আল-লিওয়া', নিউ ইয়র্কের পত্রিকা 'মিরআতুল গার্ব' সহ দেশ-বিদেশের একাধিক পত্রিকা ও ব্যক্তিত্ববর্গ পাক্ষিকটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আল-জামিয়া: মাওলানা আবুল কালাম আজাদের উদ্যোগে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'আল-জামিয়া' পত্রিকাটি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি শেখ আব্দুর রায্যাক মালিহাবাদিকে এর সম্পাদক নিযুক্ত করেন। স্থবিরতার কোলে শয্যা গ্রহণকারী মুসলিম বিশ্বকে জাগিয়ে তোলা এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করা ছিল এটির অন্যতম লক্ষ্য। খিলাফত আন্দোলনের প্রতিও এতে স্পষ্ট সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। আরবি ভাষার প্রচার ও প্রসারেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক বিষয়াদির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধও এতে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু পত্রিকাটির আয়ু দীর্ঘ হয়নি। দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী ও তীব্র সমালোচনার কারণে ব্রিটিশদের রোষানলের শিকার হয়ে মাত্র এক বছরের মধ্যেই এটি বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি পত্রিকা আল-ক্বিবলা'য় শরীফ হুসাইন এটির বিরুদ্ধে বিরামহীন অপপ্রচার শুরু করে। মাওলানা আজাদকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়। এমনকি, শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তাঁকে 'আবুল কিলাব' (সারমেয়দের জনক) বলে অভিহিত করা হয়।[10]

স্বল্পায়ু হওয়া সত্ত্বেও 'আল-জামিয়া' ভারতবর্ষে আরবি সাংবাদিকতার ইতিহাসে স্পষ্ট ছাপ রেখেছে। ১৯২৩-১৯২৪ সনের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্পণ। উপমহাদেশ সহ তুর্কি এবং হিজাজের তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ জানতে এটির গুরুত্ব অপরিসীম। এর মারফৎ আরব বিশ্বও অবগত হয় যে ভারতীয়রা স্বাধীনতার জন্য গর্জে উঠেছে, ব্রিটিশদের গোলামির শেকল ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে খিলাফত

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুতরাং সাহিত্য-সংস্কৃতির পাশাপাশি তদানীন্তন ভারতের ঐতিহাসিক দস্তাবেজ রূপেও পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

মাজাল্লা আল-যিয়া: ১৩৫১ হিজরি মোতাবেক ১৯৩২ সালে[11] এই মাসিক পত্রিকাটি লক্ষ্মৌস্থিত উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামি পীঠস্থান 'নদওয়াতুল উলামা' থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত আলেম মাসউদ আলম নাদভি (১৩২৮-১৩৭৩ হি. / ১৯১০-১৯৫৪ খ্রি.)। আল্লামা সুলায়মান নাদভি এবং তকি উদ্দিন হিলালির মত মনীষীরা এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এছাড়া এডিটোরিয়াল বোর্ডে ছিলেন বিশ্ববরেণ্য আলেম আল্লামা আবুল হাসান নাদভি, শেখ মুহাম্মদ নাযিম নাদভি'র মত ব্যক্তিত্বরা।

পত্রিকাটি মূলত নদওয়া'র মুখপত্র হলেও ভারত তথা বহির্বিশ্বে ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও দাওয়াত-তাবলিগের প্রচার প্রসারে এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এটি ভারত ও আরব বিশ্বের মাঝে সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধনের কাজ করেছিল। মুসলিম বিশ্বে পত্রিকাটি চরম সমাদৃত হয়। বিদেশের বিভিন্ন আরবি পত্র-পত্রিকায়ও এটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

'আল-যিয়া' এমন এক সময়ে প্রকাশিত হয় যখন ভারতীয় আরবি বিদ্বানদের রচনায় প্রাচীন রচনাশৈলীর আধিপত্য ছিল। মাসউদ আলম নাদভি সেই ট্রাডিশন থেকে একে মুক্ত করেন। তাঁর 'দস্তে মুবারক' ধরেই ভারতে আধুনিক আরবি সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঘটে। যিয়া'র ভাষা ও রচনাশৈলী ছিল পুরোপুরি আধুনিক, যা এটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল। প্রকাশের চতুর্থ বর্ষে, ১৯৩৫ সালে এর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হলেও এটির প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।[12] দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি ভারতীয় উপমহাদেশে আরবি সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা করে।[13]

স্বাধীন ভারতে আরবি সাংবাদিকতা: আল-যিয়ার পর বেশ কয়েক বছর আরবি সাংবাদিকতায় ভাটার টান পরিলক্ষিত হয়। এর মূল কারণ ছিল, আলেম-উলামারা তখন ঔপনিবেশিক ইংরেজদের করালগ্রাস থেকে মাতৃভূমি ভারতকে মুক্ত করার নিমিত্তে স্বাধীনতার জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ শত-সহস্র শহীদের উষ্ণ শোণিতধারায় রঞ্জিত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার রক্তিম রবি উদিত হয়।

মাজাল্লা সাকাফাতুল হিন্দ: স্বাধীন ভারতবর্ষে আরবি ভাষাচর্চায় নতুন জোয়ার আসে। সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সাথে দেশের অগণিত দ্বীনি মাদ্রাসায় আরবির পঠন-পাঠন শুরু হয়। নবগঠিত ভারত সরকারও আরব দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে আরবির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। দীর্ঘ দুই শত বৎসর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে শিক্ষাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই মাওলানা আযাদ ইউজিসি'র প্রতিষ্ঠা সহ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে ১৯৫০ সালে দিল্লিতে গঠন করেন 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর্ কালচারাল রিলেসন্স'। এই সংস্থা থেকেই তিনি 'সাকাফাতুল হিন্দ' নামে একটি আরবি সাময়িকী প্রকাশের ব্যবস্থা করেন যাতে আরব বিশ্বের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক আদান প্রদান মজবুত হয়। এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে। ত্রৈমাসিক এই সাময়িকীর সম্পাদক নিযুক্ত হন শায়খ আব্দুর রায্যাক মালেহাবাদী।

'সাকাফাতুল হিন্দ' ছিল স্বাধীন ভারতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত প্রথম ও একমাত্র পত্রিকা। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পত্রিকাটি স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে চলেছে। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক-উভয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে আরবি ভাষাবাসী বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশ-বিদেশের বহু আলেম-উলামা ও বিদগ্ধ গবেষকদের প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা, হিন্দী, মালয়ালম, ইংরেজি সহ অন্যান্য ভাষায়

রচিত ভারতীয়দের সাহিত্যকর্মও অনূদিত হয়ে এতে প্রকাশিত হচ্ছে। গবেষণালব্ধ ও মৌলিক রচনাবলীর জন্য আরব বিশ্বেও পত্রিকাটি অতীব জনপ্রিয়।

মাজাল্লা আল-বাস আল-ইসলামি: নদওয়াতুল উলামা থেকে মাওলানা মুহাম্মদ হাসানি মাসিক এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এর প্রথম সংখ্যা ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মোতাবেক রবিউল আওয়াল, ১৩৭৫ হিজরিতে প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশে মাওলানা সাঈদুর রহমান আযমির ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটি ভারতের আরবি সাংবাদিকতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আরব জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ইসলামি ভাতৃত্বের প্রতি এতে আরব দেশগুলিকে আহ্বান জানানো হয়। সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের এই যুগে জনগণের মাঝে মূল্যবোধের বার্তাকে এতে তুলে ধরা হয়। ইসলামের বাণী, সাহিত্য, ইতিহাস, দাওয়াত ও তাবলিগ সংক্রান্ত বিষয়াদি হল এর মূল উপজীব্য। দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি অবিচ্ছিন্নভাবে মাসিক রূপে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

মাজাল্লা আল-রাইদ: পাক্ষিক এই পত্রিকাটিও লক্ষ্মৌর নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ সালে মাওলানা রাবে হাসানি নাদভি এটি প্রবর্তন করেন। ছোট কলবরের এই পত্রিকাটিতে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, কুরআন-হাদিস সংবাদ, পুস্তক পর্যালোচনা, শিক্ষানবিশদের জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটিও এখনো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬৩ সালে কেরালার মালাবার থেকে প্রকাশিত হয় **আল-বুশ্‌রা**। এটি দক্ষিণ ভারত থেকে প্রকাশিত প্রথম আরবি পত্রিকা। একই বছরে, হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় **আল-তানবীর**। তবে দুটি পত্রিকাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

মাজাল্লা দাওয়াতুল হক: উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ১৯৬৫ সালে এই সাময়িকীটি প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত আলেম মাওলানা অহিদুয্ যামান কেরানভি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। দশ বছর ধরে প্রকাশিত হওয়ার পর, ১৯৭৫ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

মাজাল্লা আল-দাঈ: এর পরের বছর, দেওবন্দ থেকেই মাওলানা অহিদুয্ যামান কেরানভি আরো একটি সাময়িকী আল-দাঈ নামে প্রকাশ করেন। এই পাক্ষিকটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সনের জুলাই মাসে। প্রকৃতপক্ষে এটি দেওবন্দের মুখপত্র। দেশ-বিদেশের যশস্বী লেখকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধের পাশাপাশি দেওবন্দের খবরাখবরও এতে প্রকাশিত হয়। পাক্ষিকটি এখনো নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৭৬ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের **'আল-মাজমা আল-ইলমী আল-হিন্দী'** (ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ) স্বীয় নামেই একটি ষাণ্মাসিক মুখপত্র প্রকাশ করে। পত্রিকাটি এখনো নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬৯ সালে বারাণসীর জামিয়া সালাফিয়া'র রচনা ও অনুবাদ বিভাগ থেকে ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এটি **'সাওতুল জামিয়া'** নামে প্রকাশিত হয়। তারপর নাম পরিবর্তিত হয়ে **'মাজাল্লা আল-জামিয়া আল-সালাফিয়া'** হয়। অবশেষে, ১৯৮৮ সালে তার চূড়ান্ত নাম হয় **'সাওতুল উম্মাহ্'**।

১৯৯৫ সালে সাহারানপুরের জামিয়া মাযাহিরুল উলূম থেকে **'মাযাহির'** নামের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে।[14] বর্তমানে এটি দ্বিমাসিকরূপে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কীয় রচনা এতে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের আরবি বিভাগসমূহও আরবি ভাষা ও সাহিত্যচর্চাকে আরো ব্যাপকতর করার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ ২০০২ সাল থেকে **'মাজাল্লা আল-দিরাসাত আল-আরাবিয়া'** নামে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক

বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত করছে। উক্ত সালেই দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার আরবি বিভাগ থেকে **'আল-আদাব আল-আরাবিয়া'** নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেরালার কালিকোট বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ ২০০৬ সালে **'মাজাল্লা কালিকোট'** নামে একটি সাহিত্য ও গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করে।[15] কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফারসি বিভাগ ২০০৭ সাল থেকে **'আল-দিরাসাত আল-আরাবিয়া ওয়াল ফারসিয়া'** নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করছে। আরবি, ফারসি ও ইংরেজি-এই তিন ভাষায় এতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[16] ২০০৯ সালে কেরালার মালাপ্পুরমের গভর্মেন্ট কলেজ থেকে **'আল-দীওয়ান'** নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ২০০৯ সালেই কেরালার ত্রিবান্দরমের ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে **'আল-আসিমা'** নামের একটি গবেষণাধর্মী উন্নতমানের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[17] এছাড়া কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ ২০১০ সালে **'মাজাল্লা কেরালা'** নামে একটি ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিধর্মী ষাণ্মাসিক প্রকাশ করে।[18] জম্মু কাশ্মীরের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর **আত-তিলমিয** নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করছে।[19] এটি প্রথম প্রকাশ হয় ২০১১ সালে।

পত্রিকাটি এখনো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যারাবিক ও আফ্রিকান স্টাডিজ ২০১৪ সাল থেকে **'দিরাসাত আরাবিয়া'** নামে একটি উন্নতমানের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করছে।[20] ২০১৫ সাল থেকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফারসি বিভাগ থেকে **'আল-দিরাসাত আল আরাবিয়া ওয়াল ফারসিয়া'** নামে একটি ষাণ্মাসিক প্রকাশিত হচ্ছে।[21]

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন নিযামিয়া মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠান থেকেও আরবি ভাষায় অসংখ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রবন্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় সংক্ষেপে কেবল সেসবের নাম উল্লেখ করছি-

মাসিক **'আস-সাকাফাহ্'**, ১৯৮৩ সালে দেওবন্দের 'দারুস সাকাফাহ' থেকে প্রকাশিত হয়। মাসিক **'আস-সাহ্ওয়াতুল ইসলামিয়া'**, ১৯৮৯ সালে হায়দ্রাবাদের দারুল উলূম থেকে প্রকাশিত হয়। এই বছরেই মহারাষ্ট্রের ইশাআতুল উলূম থেকে **'আন-নূর'** সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ সালে নয়া দিল্লির মাহাদুত দিরাসাত আল-ইসলামিয়া ও আরাবিয়া হতে **'আত-তারিখুল ইসলামি'** নামের সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে উত্তরপ্রদেশের মারকাযুদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ থেকে **'আন-নাহযাতুল ইসলামিয়া'** প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালেই, মুরাদাবাদের জামিয়া ইমদাদিয়্যার সাহিত্য বিভাগ থেকে **'আল-হারম'** নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এই সালেই কেরালার কালিকোট শহরের মারকাযুত সাকাফাতুস সুন্নিয়্যা থেকে **'আস-সাকাফাহ্'** আত্মপ্রকাশ করে। ২০০০ সালে বিহারের চাম্পারানের জামিয়া ইমাম ইবনে তাইমিয়া থেকে **'আল-ফুরকান'** নামের একটি মাসিক নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। ত্রৈমাসিক **'মাশায়িরুল উম্মাহ্'**, যার শুরুতে নাম ছিল 'আসওয়াতুল উম্মাহ্', ২০০৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের মেমারীস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। ২০০৪ সালে কেরালার দারুল আয়তাম কলেজের আরবি বিভাগ থেকে **'আল-রায়হান'** নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। কেরালার আরনাকুলাম জেলাতে ঐ বছরই **'আত-তাযামুন'** নামের অপর একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ২০০৫ সালে কেরালার মালাপ্পুরমে **'আস-সলাহ্'** নামের পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। মালেহাবাদের আবুল হাসান নাদভি সেন্টার থেকে ২০০৫ সালে **'আল-বুহুস ওয়াদ্-দিরাসাত'** নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। পাক্ষিক **'আল-হিরা'** ২০০৫ সালে হায়দ্রাবাদে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৬ সালে কেরালার শান্তাপুরম থেকে **'আল-জামিয়া'** নামের একটি মাসিক আত্মপ্রকাশ করে। ত্রৈমাসিক **'আন-নাশরা'** ২০০৬ সালে জামিয়া ইসলামিয়া হিন্দিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। উত্তরপ্রদেশের দারুল উলূম আলিমিয়া থেকে মাসিক **'আলিমিয়া'** প্রকাশিত হয়। কেরালার মালাপ্পুরমের **'সাবিল আল-হিদায়া'** কলেজ থেকে ২০০৬ সালে **'আন-নাহযাহ্'** পাক্ষিকটি আত্মপ্রকাশ করে।[22] ভারতবর্ষের আরবি সাংবাদিকতার ইতিহাসে এটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০০৮ সালে হায়দ্রাবাদের আরবি শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে **'আক্লামুন ওয়ায়িদা'** পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দিল্লির ওখলার 'দারে আরকাম' থেকে ২০০৮ সালে **'আল-খায়র'** নামের একটি মাসিক আত্মপ্রকাশ

করে। ২০০৮ সালেই কেরালায় **'আল-এতেসাম'** প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে ২০১২ সালে **'আল-হিন্দ'** নামে একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়।

ই-জার্নাল: শেষের দশকগুলোতে ভারতবর্ষে বেশ কিছু ই-জার্নালের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। মুদ্রিত পত্রিকাগুলির সাথে এগুলিও আরবির প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ই-জার্নালের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল- কাশ্মীরের মরহুম ডক্টর আরিফ কাযী **'আল-ফুনুন'** নামে একটি ত্রিভাষিক ই-জার্নাল প্রকাশ করেন।[2] [3] আরবি, ইংরেজি ও উর্দু- এই তিন ভাষায় এতে লেখা প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'নকিবুল হিন্দ' নামে অপর একটি ত্রৈমাসিক ই-জার্নাল প্রকাশিত হয়।[24] এটি আরবি, ইংরেজি, উর্দু সহ একাধিক ভারতীয় ভাষায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে। বর্তমানে এর সম্পাদক হলেন ড. সগীর আহমদ। 'নিদায়ুল হিন্দ' নামে অপর একটি ই-জার্নাল প্রকাশিত হয় যাতে আরবি কবিতা, গদ্য সহ ভারতীয় আরবি বিদ্বানদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।[25] 'আকলামুল হিন্দ' নামের ই-জার্নালে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়েও লেখালেখি প্রকাশ করা হয়।[26]

---

[1] . আস-সাহাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ তারিখুহা ওয়া তাতাওয়ুরুহা, ড. সেলিম রহমান খান নাদভি, আল-মাজমা আল-ইসলামি আল-ইলমি, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৮০

[2] . আস-সাহাফাতুল আরাবিয়া ফিল হিন্দ, নাশআতুহা ও তাতাওয়ুরুহা, ড. আইয়ুব তাজুদ্দিন নাদভি, দার আল-হিজরা, কাশ্মীর, ১৯৯৭, পৃ. ৮৫-৮৬

[3] . মাজাল্লা সাকাফাতুল হিন্দ, জিল্দ ৬০, সংখ্যা ১, পৃ. ৭৭-৭৮

[4] . আস-সাহাফাতুল আরাবিয়া ফিল হিন্দ মাযিহা ও হাযিরুহা, ড. আইয়ুব তাজুদ্দিন নাদভি, আল-আরাবিয়া ফিল হিন্দ, মারকাযুল মালিক আব্দুল্লা বিন আব্দুল আযিয আদ-দুয়ালি, রিয়াদ, সংস্করণ-১, ২০১৫, পৃ. ৩০৯-৩১০

[5] . আস-সাহাফাতুল আরাবিয়া ফিল হিন্দ, নাশআতুহা ও তাতাওয়ুরুহা, ড. আইয়ুব তাজুদ্দিন নাদভি, দার আল-হিজরা, কাশ্মীর, ১৯৯৭, পৃ. ৮৫-৮৬

[6] . মাজাল্লা আল-বয়ান, শাবান সংখ্যা, ১৩২৮হি.

[7] . আস-সাহাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ তারিখুহা ওয়া তাতাওয়ুরুহা, ড. সেলিম রহমান খান নাদভি, পৃ. ২৩৪

[8] . মাজাল্লা আল-বয়ান, এপ্রিল সংখ্যা, ১৯০৪, আস-সাহাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ তারিখুহা ওয়া তাতাওয়ুরুহা, ড. সেলিম রহমান খান নাদভি, পৃ. ২৩৬

[9] . মাজাল্লা আল-বয়ান, মার্চ সংখ্যা, ১৯০২, আস-সাহাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ তারিখুহা ওয়া তাতাওয়ুরুহা, ড. সেলিম রহমান খান নাদভি, পৃ. ২৩৬

[10] . যিকরে আযাদ, পৃ. ২৯৯, আস-সাহাফাতুল আরাবিয়া ফিল হিন্দ মাযিহা ও হাযিরুহা, ড. আইয়ুব তাজুদ্দিন নাদভি, পৃ. ১০৬

[11] . আয-যিয়ার প্রথম সংখ্যা বের হয় মে, ১৯৩২ মোতাবেক মুহর্রম, ১৩৫১ হি.

[12] . পুরানি চিরাগ, আবুল হাসান আলি নাদভি, খণ্ড ১, পৃ. ৩২১

[13] . আস-সাহাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ তারিখুহা ওয়া তাতাওয়ুরুহা, ড. সেলিম রহমান খান নাদভি, পৃ. ২৪৪

[14] . ISSN: 2348-2575

[15] . ISSN: 2278-764X, ওয়েবসাইট- www.kaalikoot.com

[16] . ISSN: 2394-9635

[17]. ISSN: 2277-9914, ওয়েবসাইট - http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/research-journal.php

[18] . ISSN: 2277-2839, ওয়েবসাইট -www.keralauniversity.ac.in

[19]. ISSN: 2394-6628, ওয়েবসাইট – www.tilmeezjournal.com

[20] . ISSN: 2348-2613, -www.jnu.ac.in/sllcs/caas_journal

[21] . ISSN: 2394-5729

[22] . ওয়েবসাইট: www.annahda.in

[23] . ISSN: 2395-6593, ওয়েবসাইট- http://funoonjournal.com/

[24] . ISSN: 2455-5894, ওয়েবসাইট- https://naqeebulhind.hdcd.in/

[25] . ওয়েবসাইট- http://www.nidaulhind.com/

[26] . ওয়েবসাইট- http://www.aqlamalhind.com